জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 23rd Aug. 1961 | ১৫শ সংখ্যা

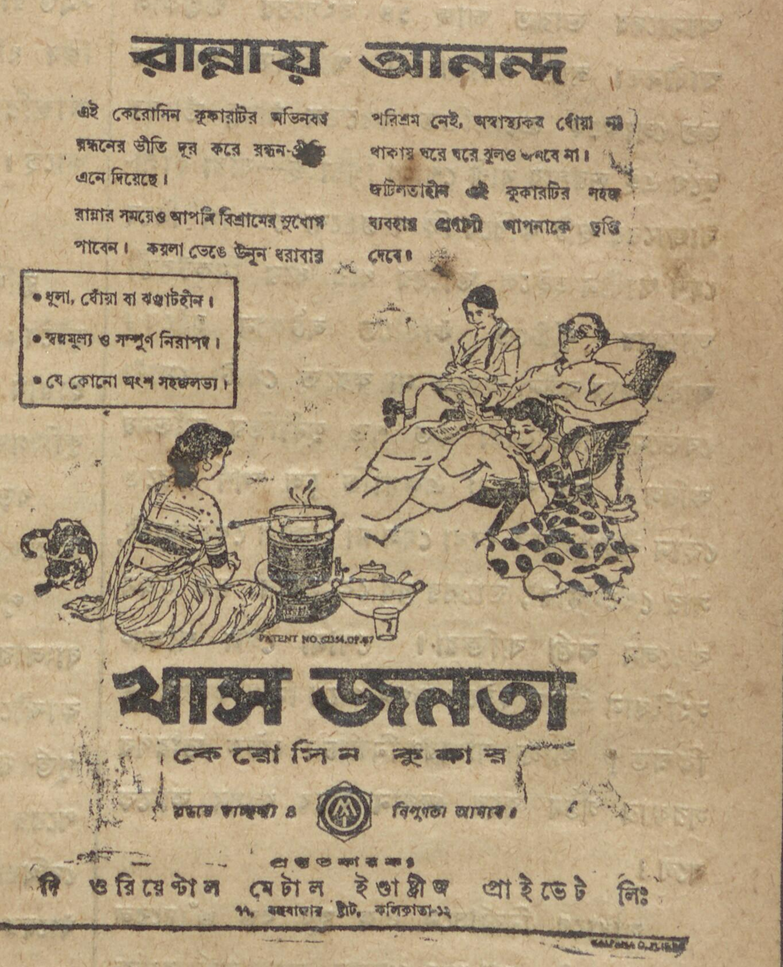

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

দৈন্য বিজয়ী সৈন্য

—০—

খাদ্য, পরিধেয় ইত্যাদির অভাব যাদের তাদের বলে দীন। দীনের যে অবস্থা তাকে বলে দৈন্য বা দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতা দূর করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি হয় না। পরাধীন দেশে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না, কাজেই উন্নতি হয় না। আমাদের ভারত আজ ১৪ বৎসরের উর্দ্ধকাল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা পাইবার জন্য লোককে প্রলোভিত করতেন যাঁরা, তাঁদের মুখে এই ভরসার বাণী শোনা গিয়াছে—যারা কালা-বাজারের সৃষ্টি করিবে কি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিবে দেশ স্বাধীন হইলে তাদের ধরে ধরে নিকটবর্ত্তী আম্বোর খুঁটিতে ফাঁসীতে লটকান হইবে। স্বাধীনতার বউনী করতে না করতে মোটা মোটা বেতনের শয়তানেরা কত শত দুর্নীতির অভিনয় করিল। কই কারো একগাছি চুল স্পর্শ করতে কোন বীরপুরুষকে দেখা গেল না। জীপ কেলেঙ্কারী, সার কেলেঙ্কারী, তাসের ঘর কেলেঙ্কারী সব হজম করলেন কর্ত্তা ব্যক্তিরা। শোনা গেল শাসন-সংবিধান প্রস্তুত হইলে তখন দেখে নিও কসরৎ ও কিম্বত! আচ্ছা সাধারণ নির্ব্বাচন হউক তারপর সরকার গঠন করে দেখান যাবে শাসন কা'কে বলে।

সাধারণ নির্ব্বাচনে এক খুব বড় জাঁদরেল "পপাত ধরণীতলে" হয়ে গেলেন, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি বল্লেন যে পরাজিতদের মধ্যে মাত্র এঁকেই ব্যাকরণে যেমন আর্ষ প্রয়োগ থাকে তেমনি নেওয়া হবে আর কাউকে না। ব্যস! তারপর নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলার সাত সাতটি মন্ত্রী চিৎপাত হলেন। পাঁচ জন খেলোয়াড়ের মত বীরের ব্যবহার দেখাইলেন। দুই জন স্কুল ফাইন্যালে ফেল হ'য়ে যেমন কম্পার্টমেণ্টালে পাশ করা যায়, তেমনি প্রকারান্তরে নির্ব্বাচিত হলেন এম, এল, এ, নয়, এম, এল, সি, ফেল হওয়ার আগে তাঁরা যে যে দপ্তরে ছিলেন, একজনকে তাঁর সেই দপ্তরে কায়েম করিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। অন্য জনকে পরের বার উচ্চ দপ্তর দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। সাধারণের অপছন্দ ব্যক্তিরা এর মনোমত। সব কথা বলতে গেলে ১৪ বৎসরের বর্ণনায় পুঁথি বেড়ে যাবে। শেষ সাধারণ নির্ব্বাচনে যিনি মন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রে আইন বিভাগে, ফেল হ'য়ে সুযোগ পেলেন এক রাজ্যের রাজ্যপাল হবার।

যিনি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন, তিনি তো সেই রাজ্যের সর্ব্ববিধ মঙ্গল করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন —পশ্চিম বাংলার এমনি অদৃষ্ট যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সমস্ত রাজ্যটাকেই বিহারের অঙ্গীভূত করার জন্য জিদ ধরিলেন। রাজ্যের ছোট বড় সকলের আন্তরিক কামনায় পশ্চিম বাংলার অস্তিত্ব আজও আছে।

কৃষিপ্রধান দেশে দৈন্য

কৃষি সম্পদ দিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেই হইবে। দৈন্য বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে যদি নেমক-হারাম ধূর্ত্ত লোক থাকে তবে রাজকোষের অর্থ কুক্ষিগত করার চেষ্টাই তাদের কাজ হইবে।

বড় বড় মালিকেরা পরিকল্পনার ভার অর্পণ করিলেন—পূর্ত্ত কর্ম্মের মূর্ত্ত ধূর্ত্ত ওস্তাদগণের হস্তে।

পূর্ব্বে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় উড়োজাহাজে মুর্শিদাবাদ কান্দীতে গিয়া যে দুর্গতি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, পূর্ত্ত কর্ম্মের যে ধূর্ত্ততার পরাজয় দেখিয়াছিলেন পরের বারও তাই দেখা ছাড়া নূতন উন্নতি কি দেখিয়াছিলেন? দামোদর ও ময়ূরাক্ষির নিন্দা যাঁদের কর্ণে বেদনা দেয়, দুর্গাপুরের আনাড়ীর কৃতকর্ম্ম রায়না অঞ্চলে পুনরায় প্রমাণ দিয়াছে। কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করিতে পূর্ত্ত কর্ম্মীদের হাতে আত্ম সমর্পণ করা ভুল। বৃষ্টির জলে যে শস্য হইত, তাহাও তো হইবে না। ঘর বাড়ীগুলি ধ্বংস হওয়ায় চাষ তো হয় নাই, বাসও গেল। সামনে শীত। দেশে অধিকাংশ লোকই গরীব কৃষক, তাদের দশা আকাশে উড়িয়া এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠ ছাড়া আর কিছু হয় না।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বৎসর বৎসর জন্ম-দিনোৎসবের জন্য তাঁহাকে দিবার জন্যই ১০০০০০৲ লক্ষ টাকা শ্রীঅতুল্য ঘোষের পক্ষে যত সহজ ছিল, দীন দুঃখী আবাল বৃদ্ধ বনিতা কৃষককুলের শীত নিবারণ জন্য (১) জানু (২) ভানু ও (৩) কৃশানু (অগ্নি) ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, এখনও নাই। দেশের অন্নদাতাদের অন্নাভাবে তনু রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেশের দৈন্য বিজয়ী সৈন্য এই কৃষক কুল।

বাউলের গান

পাপ না হ'লে পুণ্যের কি মান্য হতো?
সবাই যদি রাজা হতো
রাজস্ব বা কে দিতো?
তোমাদের বিচার কি সূক্ষ্ম!
দেখে হয় মনে দুঃখ,
দেশের যারা অন্নদাতা,
তারাই দীন মূর্খ—
এ সব মূর্খ নইলে, পণ্ডিতেরা
পঞ্জিকা চুষে খেতো!

আলোবিহীন সাইকেল

রঘুনাথগঞ্জ সহরে অনেক সাইকেল আরোহী রাত্রির অন্ধকারে বিনা আলোতে সাইকেল চালাইয়া থাকেন। ইহা বিপজ্জনক সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকারের জন্য পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভেজাল নারিকেল তৈল

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় ভেজাল নারিকেল তৈল বিক্রয়ের অপরাধে জঙ্গিপুর বাবুবাজারের সাইফুদ্দিন আমেদ নামক ব্যবসায়ীকে ১৫৲ পনর টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রাচীন কর্ম্মচারী

দীননাথ ঘোষ জাতিতে কায়স্থ। জমিদারী সেরেস্তার কাজকর্ম্ম বেশ জানে। তবে তার দোষ হচ্ছে—হাতে তবিল পড়িলে তাহা কখনও অক্ষত অবস্থায় থাকে না। এই অভ্যাসের দোষে তাহার চাকরী অধিক দিন স্থায়ী হইত না। দেশের সকল জমিদারই দীননাথকে জানিতেন। সেইজন্য তাহার স্বগ্রামে বা নিকটস্থ কোন জমিদারীতে চাকরী হইল না। অগত্যা দীননাথ সুদূর মেদিনীপুর জেলায় কোন এক গ্রামে এক ক্ষত্রিয় জমিদার বাবুর বাটীতে জমানবীশের চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এই জমিদার বাবুটীর আর্থিক অবস্থা খুব ভাল, জমিদারীর আয়ও বেশ, ঘরে অনেক টাকা মজুদ আছে; কিন্তু বাবুটী অত্যন্ত কৃপণ স্বভাবের। কর্ম্মচারীগণের বেতন মাস মাস পরিশোধ করা দূরে থাক ছ'মাস ন'মাসেও অনেকে বেতন পাইত না। দীননাথ এই জমিদারের সেরেস্তায় ১৫৲ পনর টাকা মাহিনায় জমানবীশী কার্য্য করিতেছে। ছ'মাস গত হইয়াছে তবুও জমিদার বাবুর প্রথা অনুসারে একটী পয়সাও বেতন পায় নাই। জমিদারী সেরেস্তায় খারিজ দাখিল, জমা বন্দোবস্ত ইত্যাদিতে কিছু কিছু উপরি পাওনা আছে তাহাতেই কোন প্রকারে দৈনিক আহারের সংস্থান করে। দু'এক টাকা বাড়ীতেও পাঠাইয়াছে। অর্থের অস্বচ্ছলতার জন্য চাকরী গ্রহণের পর একখানিও পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে নাই। বাড়ী হইতে যে কাপড় পরিয়া গিয়াছিল তাহা ছয় মাসে জীর্ণ শতগ্রন্থি হইয়াছে, তাহাই সেলাই করিয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিতেছে।

আজ দীননাথের কাছে একটী পয়সাও নাই। সন্ধ্যা ৭টা বাজিয়াছে তবুও বাসি মুখে জল পড়ে নাই। বাবু অন্দরের মধ্যে আছেন। বাবুর কাছে নিজের অনশনের কথা জানাইয়া গণ্ডা আষ্টেক পয়সা লইবে এই আশায় দীননাথ জমিদারের সদর দরজায় অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় এক উলঙ্গ পাগল দীননাথের সম্মুখ দিয়া বাবুর অন্দরে প্রবেশ করিল। দীননাথ তাহাকে কোনরূপ বাধা দিল না। পাগলকে উলঙ্গ অবস্থায় মেয়েছেলের মধ্যে যাইতে দেখিয়া বাবু ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বাহিরে আসিলেন। দরজায় দীননাথকে দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুমি নেংটাকে অন্দরে ঢুকিতে বাধা দাও নাই কেন?" দীননাথ উত্তর করিল "হুজুর, আমি ইহাকে এই এষ্টেটের বহু প্রাচীন কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম" কারণ আমি ছ'মাস হইতে কাজ করিয়া আমার প্রায় বিবস্ত্র হইবার উপক্রম হইয়াছে, এ ব্যক্তি বোধ হয় হুজুরের পিতার আমলের কর্ম্মচারী তাই কৌপীন পর্য্যন্ত নাই। প্রাচীন কর্ম্মচারী ভাবিয়া ইহাকে কিছু বলিতে সাহস পাই নাই।"

উত্তর শুনিয়া বাবুর একটু জ্ঞান হইল এবং পরদিন হইতে মাস মাস কর্ম্মচারীর বেতন মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়
বাঙ্গালী বালিকার কৃতিত্ব

—০—

সমগ্র বিশ্বের বালক-বালিকাদের জন্য শ্রীশঙ্করের "চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্য রচনার" আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই বৎসর পৃথিবীর মোট ৭৪টি দেশ হইতে প্রায় ৭৩ হাজারেরও অধিক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় এই বৎসর একটি ১৫ বৎসর বয়স্কা ভারতীয় বালিকা জামসেদপুরস্থ কুমারী রীতা মুখার্জির রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় কুমারী রীতা উপরাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পুরস্কারের গৌরব অর্জন করিয়াছে। কুমারী রীতা জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর জন-সংযোগ অফিসার শ্রীপ্রফুল্লনাথ মুখার্জির কন্যা।

পচা মাছ

মাছের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের বাজারে প্রায় পচা মাছ বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে। মিউনিসিপ্যাল স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আশু প্রয়োজন।

মন্দিরের তালা ভাঙ্গিয়া
দেবমূর্ত্তি অপহৃত

গত ১৫ই আগষ্ট রাত্রে কে বা কাহারা কান্দী রূপপুরের রুদ্রদেবের মন্দিরের তালা ভাঙ্গিয়া রুদ্রদেবের মূর্ত্তিটি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। উক্ত মূর্ত্তিটি সাত আট শো বৎসরের প্রাচীন। এবং জাগ্রত দেবতারূপে আপামর জনসাধারণের পূজা পাইয়া আসিতেছে। অনেকের ধারণা যে একদল ব্যবসায়ীর প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়ায় এই সকল দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তির বিনিময়ে বিদেশীদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ পাইতেছে। কয়েকদিন পরে এই মূর্ত্তি চুরির সন্ধানে কলিকাতা হইতে পুলিশ কুকুর আনা হয়। এবং কুকুর একজনকে সনাক্ত করে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উক্ত মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই, ফলে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে।

১৩ই আগষ্ট রাত্রে বড়নগরের রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরীর মন্দির হইতে দেবীর অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভুজার মূর্ত্তিটি চুরি গিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

১৯শে আগষ্ট পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহকুমার কুশুমন্তি থানার অধীন আমিত গ্রামে রক্ষিত প্রাচীন বিষ্ণু, মনসা প্রভৃতি মূর্ত্তি চুরির সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। "কান্দী বান্ধব"

শুভ অন্নারম্ভ

গত রবিবার অপরাহ্নে বেলেঘাটা অঞ্চলে জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতে লোকারণ্য মহাধুমধাম পাড়া সরগরম করিয়া তোলে। মাসটা ভাদ্র, তাই বিবাহের সম্ভাবনা নাই। বাঙালীর বাড়ী এ সময়ে অন্যান্য পাল-পার্বণও কম। পাড়ার লোক কৌতূহলী হইয়া উঠে। অবশেষে জানা যায় যে, অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ঐ উৎসব। বাড়ীর এক পোষা কুকুরের অন্নপ্রাশন উৎসবে উক্ত গৃহস্বামী ঐদিন নাকি প্রায় পাঁচশত জনকে নিমন্ত্রণ করেন। অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হয় নাই—এমন কি নিমন্ত্রণের জন্য দামী পত্রও ছাপান হয়।

আহার মাধুরী

—০—

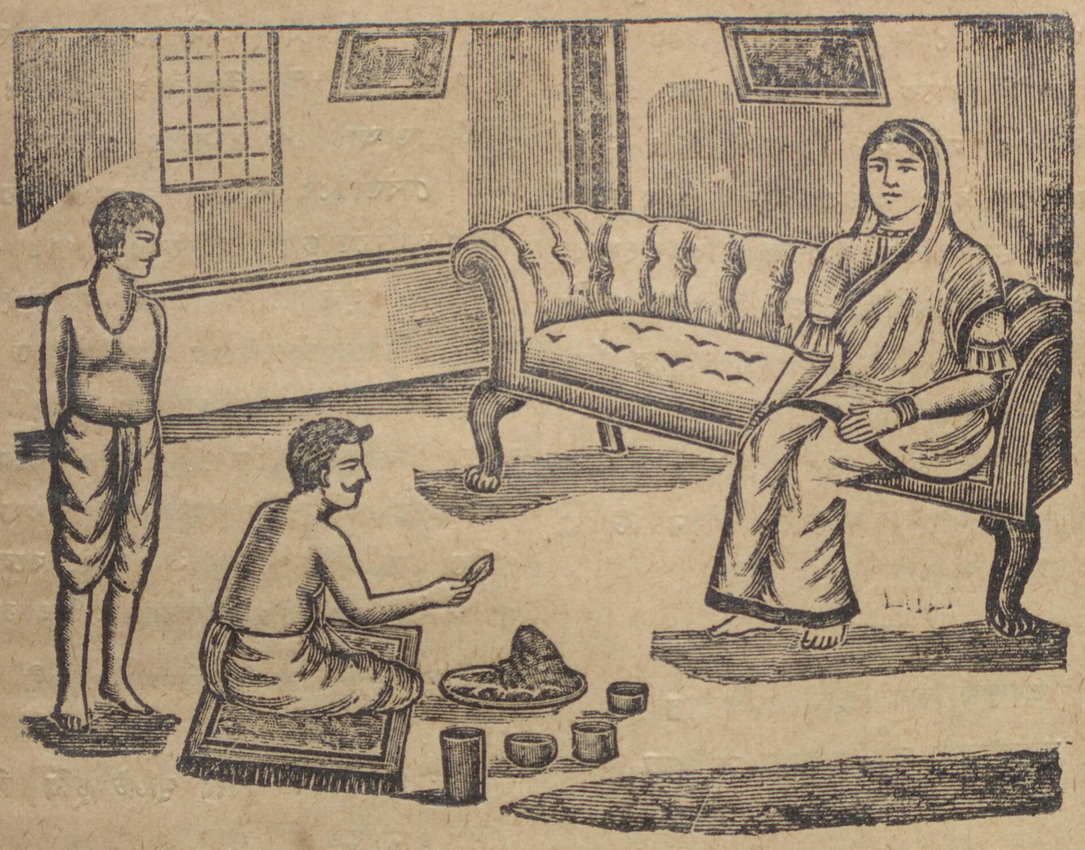

মাসী-পিসী-খুড়ী-মায়ের রান্না খাইয়া যদুর পুষ্ট দেহ,
সে যদু যখন সহরে আসিয়া ঢুকিল সটান অফিস গেহ,
সঙ্গে আসিল নব পরিণীতা ভার্য্যা তাহার কনকলতা,
তদবধি তিনি হ'লেন যদুর বাসার সুপার-ভীষণ-রতা।
উড়িয়া গোঁসাই জুড়িয়া বসিল করিবারে ঘরে গিন্নীপনা,
হাট ও বাজার রন্ধনশালে সে আজ যদুর আপন-জনা!
যে কোন রূপেতে বাটুয়ায় পূরি উপার্জ্জনের টঙ্কাগুলি,
রন্ধনে কোন বন্ধন নাই অবাধে চালায় বালি ও ধূলি।
যদু একদিন খেতে বসে' দেখে ভাতের ভিতরে কাঁকর-মাটী,
কোনরূপে করে গলাধঃকরণ বেগুন, আলু ও মূলোর ঘাঁটী।
একদা সজ্‌নে ডাঁটা চিবাইতে চিবাইল যদু দাঁতন আধা,
ঘীয়ের বদলে কী যে ভাসেরে ডালের উপরে বর্ণ সাদা!
ফেনে ভাতে আজ শুকায়ে হয়েছে মরি মরি কিবা পোক্তা গাঁথা,
পালং শাকের ভিতর হইতে বাহির হইল দোক্তা পাতা!
সিন্নী পিয়াসী পীরের মতন গিন্নী বসিয়া গদীর 'পরে,
মধুর ভাবেতে যদুর নিত্য এবম্প্রকারে উদর ভরে!

চশমার কাঁচে ভেজাল

সম্প্রতি কলিকাতা সহরে চশমা কিনিবার সময় ক্রেতাকে সাবধান হইতে হইবে। কারণ চশমার কাঁচ এখন আর খাঁটি নাই, বহু নকল কাঁচ বাজারে বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা সহরে প্রত্যহ দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার চশমা বিক্রীত হয়। শুধু কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রত্যহ ছয় শত চক্ষুরোগী আসে ও তাহার মধ্যে চারিশত রোগীকে চশমা পরিতে বলা হয়। দাম সুলভ বলিয়া ছোট দোকানে চশমা কিনিতে যাইয়া বহু লোক প্রতারিত হইতেছেন—চশমায় লেন্স না দিয়া সাধারণ কাঁচ দিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করা হইয়া থাকে। তবুও এ বিষয়ের প্রতিকার হয় না।

বিজ্ঞপ্তি

—•—

এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগের ভোটদাতাগণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ৮ই অক্টোবর রবিবার ১৯৬১ সকাল ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত উক্ত প্রাথমিক বিভাগের কার্য-নির্বাহক সমিতির পুনর্গঠনের জন্য রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে নির্বাচন হইবে।

ভুল সংশোধনের জন্য ভোটারদের তালিকা আগামী ২০. ৯. ৬১ হইতে ২৯. ৯. ৬১ তারিখ সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত বিদ্যালয় অফিসের দেওয়ালে টাঙানো থাকিবে।

মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার তারিখ ও সময় ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬১; সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহারের তারিখ ও সময় ২রা অক্টোবর ১৯৬১; সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।

মনোনয়ন পত্রের খুঁটিনাটি বিচারের তারিখ ও সময় ৩রা অক্টোবর ১৯৬১; সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।

শ্রীঅমরনাথ রায়, প্রধান শিক্ষক
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগ।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা মির্জাপুর রেশম শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ লিমিটেডের সহিত সংশ্লিষ্ট অংশীদার, কর্জ্জগ্রহীতা, আমানতকারী, খরিদ্দার ও শিল্পিগণকে জানান যাইতেছে যে উক্ত সমিতির ১৯৬০-৬১ সালের (১।৭।৬০ হইতে ৩০।৬।৬১) বাৎসরিক অডিট বা হিসাব পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৭।৯।৬১ তারিখ মধ্যে প্রত্যেককে সমিতির মির্জ্জাপুরস্থ অফিসে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ হিসাব মিলাইয়া লইতে এবং প্রদর্শিত হিসাবে কোন ভুল থাকিলে তাহা আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যথায় উক্ত সমিতির প্রদর্শিত হিসাব সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে।

এই সম্পর্কে স্বতন্ত্র নির্ভুলতা নির্দ্ধারক পত্র দেওয়া হইবে না। ইতি ২০।৮।৬১

শ্রীমণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী,
Inspector of Co-operative Societies
Berhampore Audit Circle, Audit Officer.
P. O. Khagra, Katmapara, Murshidabad.

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমি মুর্শিদাবাদ জেলার থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জের অন্তর্গত ৬১২নং খতিয়ানের ৫৬৬নং দাগের ৩২ শতক সম্পত্তি নিজ অর্থে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নীহারকুমার চৌধুরী ও আমার বিশেষ অনুগত এবং বাধ্য শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস ওরফে "বুলা"র বেনামীতে খরিদ করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোকের কুপরামর্শে উক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ উক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাসের নিকট খরিদ করেন তাহা হইলে তিনি তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন। ২৩।৮।৬১

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী
উকিল, জঙ্গিপুর কোর্ট।

১২৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইনের ৭৬নং ধারা মতে

বাড়ালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের

১৯৬১-৬২ সালের (১।৭।৬০ হইতে ৩০।৬।৬১ পর্য্যন্ত) অডিট

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি বাড়ালা সমবায় কৃষি-উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ১৯৬১-৬২ সালের অডিট কার্য্য সম্পাদন করিব। অডিট সমিতির বাড়ালাস্থিত অফিসে ২৭।৮।৬১ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। এই সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ সভ্য, দেনাদার এবং পাওনাদারগণ ৩০।৬।৬১ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত সমিতির লেনদেনের হিসাবপত্র আমার দ্বারা সমিতির বাড়ালাস্থিত অফিসে ২৭।৮।৬১ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকা হইতে বৈকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে পরীক্ষা করাইয়া লইবেন। অন্যথায় সমিতির খাতাপত্রে লিখিত তাঁহাদের সহিত লেনদেনের হিসাব চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাচ্চা-সাফাইকরণের জন্য অতিরিক্ত কোন স্লিপ্ কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

জঙ্গিপুর সার্কেলের সমবায় পরিদর্শক।

কাঞ্চনতলা হরিসভার ষষ্ঠ বার্ষিক

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার আয় ব্যয়ের হিসাব ১৩৬৭ সাল

জমা—মোট চাঁদা আদায় ৩৮৭৲ উদ্বৃত্ত জিনিষ বিক্রয় ৪৸০ মোট ৩৯১৸০

খরচ—প্রতিমা ৮৫৲, প্রতিমার আনুষঙ্গিক খরচ ৯৸৶০, নিমন্ত্রণ পত্র ৩।৶০, বেদী ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ এবং চুণকাম ৭।৶০, আলোকসজ্জা ৬।৶০, ঢাক বাদ্য ৩০৷৷০, নরসুন্দর ও পরিচারক ১৫৲, পূজার উপকরণাদি ও আনুষঙ্গিক ১৪২।৶১০, পূজার দক্ষিণা ৪৫৲, নিরঞ্জন খরচ ৩১৸৶০, গত বৎসরের ঘাটতি শোধ ২৷৷৶১০, মোট খরচ ৩৭৯৸৶০,

খরচ বাদে মজুদ ১১৸৶০

শ্রীযামিনীমোহন দাস, সম্পাদক।
শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, উকিল, প্রেসিডেণ্ট।
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৬৮ সাল।

ভাদুই ধান ও পাট

এ বৎসর ভাদুই ধান ও পাটে পোকা লাগায় উভয় ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তদুপরি বন্যার জলে নদীতীরবর্ত্তী জমিগুলির ধান ডুবিয়া গিয়া জোতদারগণকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিল। বাগড়ী অঞ্চলে বহু গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় লোকে উচ্চহার সুদে কর্জ্জ লইতে বাধ্য হইতেছে। একেই বলে "কারও পৌষ মাস কারও সর্ব্বনাশ।"

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

৩১ মনি ডিঃ কালীচরণ বারিক দেঃ মহাদেব ঘোষ দাবি ২১৩ টাকা ১৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইক্যা ৯৬ শতকের কাত ৫৸০ মধ্যে ২৪ শতকের ৳ অংশে ৮ শতক হারাহারি খাজনা ৷৶০ আঃ ৫০৲ খং ২১০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১১৩ ডেঃ কাত ৯৲ ২৮ শতক মধ্যে ৳ অংশে ৯ শতকের খাজনা ১·৬ নঃ পঃ আঃ ৬০৲ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৬০৪ শতকের কাত ৩০।৶৯ মধ্যে ৪৭ শতকের ৳ অংশের ১৬ ডেঃ হারাহারি খাজনা ৩।৶০ আঃ ১০০৲

৪ মনি ডিঃ আক্কেল মহম্মদ সেখ দেঃ রেজাফন বিবি দাবি ১২ টাকা ১৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মিঠিপুর ৩৲৩ পাই জমার জমি ৮০ শতক মধ্যে দেন্দারের ১৷৷০ শতকের জমা পড়তামত ৯ পাই আঃ ৭-৫০ নঃ পঃ খং ১৩৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৷৷০ শতকের কাত ৵৬ পাই আঃ ১৮৲ খং ২৯১ ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

২২ মর্গেজ ডিঃ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিঃ দেঃ সুরেন্দ্রনাথ সরকার দাবি ৭৪৭ টাকা ৯৯ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লস্করপুর ২-৬৯ শতকের কাত ৮।০ আঃ ২০০৲ খং ৬৯৫ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে দক্ষিণ মহম্মদপুর ২-৯ শতকের কাত ৮।৯ পাই আঃ ৭৮০৲ খং ৫৩

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত আদর্শ দাঁতের মাজন সাধনা দশন এবং অন্যান্য ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণা

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।